29 MAY 2008

ঢাবিতে শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার কারণ ও প্রতিকার নিয়ে সেমিনার

যায়াদি রিপোর্ট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যার প্রবণতা তুচ্ছ করে দেখার মতো কোনো ব্যাপার নয়। সাফল্যের এ চূড়ান্ত পর্যায়ে এসে একজন শিক্ষার্থী কেন আত্মহত্যা করবে? এর কারণ যথার্থ ও পরিপূর্ণ জীবনবোধের অভাব এবং হতাশা। এ প্রবণতা রোধে সবাইকে ভূমিকা রাখতে হবে।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আত্মহত্যা প্রবণতার কারণ ও প্রতিকার খুঁজতে গত মঙ্গলবার শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে টিএসসি অডিটোরিয়ামে আয়োজিত 'মৃত্যু কথা বলে' শীর্ষক সেমিনারে বক্তারা এ কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তাজমেরী এস এ ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এস এম এ ফায়েজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শামসুন নাহার হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক ইউ এ বি রাজিয়া আক্তার বানু। অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বিভাগের অধ্যাপক রোকেয়া বেগম এবং অনুজীব বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ডোনাল্ড জেমস গমেজ। অধ্যাপক ফায়েজ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, নিজের জীবন কেবল তোমার একার নয়। পরিবার ও দেশবাসী তোমার জীবনের ওপর অধিকার রাখে। সুতরাং আত্মহত্যার পথ বেছে নিলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতা জীবনে আসতেই পারে। মানুষের কাজ সেগুলো অতিক্রম করা। নিজেকে শেষ করে দেয়া নয়।

তিনি শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন রেখে বলেন, প্রতিকূল পরিবেশে যদি নিজেকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখতে না পারবে তবে তুমি সৃষ্টিকর্তার সেরা সৃষ্টি কীভাবে হবে? অধ্যাপক তাজমেরী এস এ ইসলাম সাম্প্রতিক সময়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া শিক্ষার্থীদের স্মরণ করে বলেন, জীবন দ্বিতীয়বার পাওয়া যায় না। এ প্রসঙ্গে বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থাকে দায়ী করে তিনি বলেন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা কোনো সুদৃঢ় জীবনবোধ গড়ে তুলতে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করছে না। পাস-ফেলই এখানে মুখ্য বিষয়।

অধ্যাপক রোকেয়া বেগম বলেন, আত্মহত্যার প্রধান কারণ বিষণ্নতা হতে পারে। কিন্তু একমাত্র কারণ এটা নয়। যারা আত্মহত্যা করে তার আরো নানা কারণে হতাশ হয়ে মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অতিমাত্রায় আবেগপ্রবণতা আত্মহত্যার ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। নিজেকে নিজের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ও সহায় ভাবলে এ প্রবণতা রোধ করা সম্ভব।

আলোচনা চলাকালে হলভর্তি শিক্ষার্থীদের মুখে ঘুরে ফিরছিল সাম্প্রতিক সময়ে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়া তাদের সতীর্থ ছন্দা, প্রজ্ঞা ও রবিউলসহ আরো অনেকের নাম। তাদের একজন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র খুরশীদ মন্তব্য করেন, ভালোভাবে বাঁচার প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীদের সাহায্য সমর্থন দিলে আমাদের এ আলোচনায় বসতে হতো না।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক তাজমেরী বলেন, মানুষের সঙ্গে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক শিথিল হয়ে গেছে। নিজের পরিবার থেকে দূরে বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে মানুষের আচরণে হতাশ শিক্ষার্থীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তাই সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে সবার সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে।